# কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৫০তম বর্ষ ❑ ১ম সংখ্যা ❑ বৈশাখ-১৪৩৩, এপ্রিল-মে, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮



আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সরবরাহে কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলসভাবে ... ২

পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিকভাবে আঙ্গুর চাষে নতুন সম্ভাবনা ... ৩

উত্তরের কৃষিকে অনুসরণ করতে হবে কক্সবাজারে খাল ... ৪

মেলা শুধু দেখার নয়, শেখারও - প্রশাসক, বিসিসি ৫


## কৃষকের উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কৃষকের উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে। কৃষকের স্বার্থ রক্ষাকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। ৯ মে ২০২৬ মহোদয় মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার শহীদ মিনার চত্বরে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদানকৃত নাছিরনগর উপজেলার গোয়ালনগর ইউনিয়নের নিহত কৃষক আহাদ মিয়ার পরিবারের হাতে চেক হস্তান্তর ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হাওর অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক মোঃ আবু সাঈদের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্য এম এ হান্নান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতির কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে কৃষির ওপর। মোট জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ কৃষির সাথে জড়িত। কৃষকের ভাগ্যোন্নয়ন হলে দেশের এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হাওর অঞ্চলের কৃষকদের সাথে সরেজমিন কথা বলছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

## কৃষিকে স্মার্ট, দক্ষ ও টেকসই খাতে রূপান্তর করা হবে– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সংসদে উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, সরকার কৃষি খাত আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে উন্নত প্রযুক্তি ও বাজার সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি আরও বলেন, 'কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে উচ্চমূল্যের ও উচ্চফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। একই এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

## শতভাগ সেচ পাম্প সোলারের আওতায় আনা হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশের শতভাগ সেচপাম্প সোলারের আওতায় আনা হবে

গত ২ মে ২০২৬ মাননীয় মন্ত্রী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ মিলনায়তনে ভিক্টোরিয়া কলেজ বিতর্ক পরিষদ আয়োজিত ৯ম আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের সকল গভীর ও অগভীর নলকূপকে সোলারের আওতায় আনার জন্য সরকার এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

# দোয়ারাবাজারে 'জলবায়ু পরিবর্তন : কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে 'জলবায়ু পরিবর্তন: কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ারাবাজার কৃষক প্রশিক্ষণ হলরুমে আয়োজিত প্রশিক্ষণে হাওর অঞ্চলের জন্য উপযোগী জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তির পরিচিতি; বিনা উদ্ভাবিত জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তির পরিচিতি; কৃষি বিষয়ক ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন অ্যাপসের পরিচিতি ও ব্যবহার; আকস্মিক বন্যা ও বজ্রপাতে কৃষকের করণীয়; তাপপ্রবাহে ফসল ও কৃষকের সুরক্ষায় করণীয়, সমসাময়িক দুর্যোগ পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ের ওপর তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রগতিশীল কৃষক-কৃষণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে উপজেলা কৃষি অফিসার, ছাতক, সুনামগঞ্জ মহোদয়কে ১৪৩২ বঙ্গাব্দে সিলেট অঞ্চলের সর্বোচ্চ (২০০০ জন) কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহে সহযোগিতা করায় সম্মাননা স্মারক প্রদান

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট এর আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দোয়ারাবাজার এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দোয়ারাবাজার উপজেলা কৃষি অফিসার-কৃষিবিদ তৌফিক হোসেন খান; কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট এর আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ফাহমিদা আক্তার; দোয়ারাবাজার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ আশ্রাফুল আলম; ছাতক উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ শাহ আলম।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সম্ভাব্য আকস্মিক বন্যার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ, বজ্রপাতে কৃষকের করণীয়, কৃষক কার্ডের সেবা সমূহ এর ওপর কৃষি বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শনসহ লিফলেট/ফোল্ডার বিতরণ করা হয়। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট উম্মে ছালমা, ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের উপস্থাপনায় ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেটের এআইসিও মোঃ জুলফিকার আলী।

প্রশিক্ষণ শেষে উপজেলা কৃষি অফিসার, ছাতক, সুনামগঞ্জ মহোদয়কে ১৪৩২ বঙ্গাব্দে সিলেট অঞ্চলের সর্বোচ্চ (২০০০ জন) কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহে সহযোগিতা করায় সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে দোয়ারাবাজার উপজেলা বিভিন্ন ব্লকের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রগতিশীল ১৫ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

-মোঃ জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

সার সাশ্রয় এবং অধিক ফলন প্রাপ্তির আধুনিক প্রযুক্তি
"খামারি"
মোবাইল অ্যাপ
ব্যবহার করুন
খামারি

# আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সরবরাহে কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে

–প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ বিএম রাশেদুল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনার উদ্যোগে আধুনিক কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ মে ২০২৬ অত্র কার্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ বিএম রাশেদুল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে কৃষির আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি পৌঁছাতে কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুগের সাথে কৃষিকে এগিয়ে নিতে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে সে তত বেশি শক্তিশালী। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও প্রযুক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। একমাত্র তথ্য ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই কৃষির এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে যেমন -প্রকাশনা, পডকাস্ট, ভিডিও ডকুমেন্টারি, মোবাইল সিনেমা শো, কল সেন্টার, এআইসিসি দ্বারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তি বিস্তার করে যাচ্ছে। তথ্য জ্ঞান নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। অন্যদের মাঝেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাহলেই দ্রুত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটবে। এতে কৃষির উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের কৃষি সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনার সহকারী তথ্য অফিসার বাদল চন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা, কৃষি তথ্য সেবাভিত্তিক অ্যাপস ও ওয়েবসাইট পরিচিতি, বিভিন্ন ফসলের রোগবালাই দমন ব্যবস্থপানা, কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের ভূমিকা ও কার্যক্রম জোরদারে করণীয় বিষয়গুলো ওপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক এবং অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মো: রাফিউল ইসলাম সেশন পরিচালনা করেন

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি পণ্য বেচাকেনায়
সরকারি অ্যাপ
'সদাই' ডাউনলোড করা যাবে
গুগল প্লে স্টোর থেকে
সদাই

## খুলনায় তিন দিনব্যাপী মাশরুম মেলার উদ্বোধন

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় অঞ্চল পর্যায়ে খুলনা বিভাগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী মাশরুম মেলা। ২৯ এপ্রিল বুধবার বিকাল ৪.০০টায় খুলনা শহিদ হাদিস পার্ক চত্বরে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু।

প্রধান অতিথি জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, আমরা এই মেলার মাধ্যমে একটি নতুন বার্তা পেলাম, জানলাম মাশরুম চাষ বাংলাদেশে কীভাবে সফল হলো। এটি অল্প শ্রমে, অল্প পুঁজি বিনিয়োগে, অল্প জায়গায় উৎপাদনযোগ্য একটি লাভজনক ফসলে পরিণত হয়েছে। আগে আমরা বিভিন্ন নামি-দামি রেস্টুরেন্টে মাশরুমের স্যুপ খেতাম। এখন আমরা এই মাশরুম কেক, মাশরুম পাউডার, চিপস ইত্যাদি নানাভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারজাত করতে পারব।

তিনি আরো বলেন, সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটির ঔষধি গুণ রয়েছে। এই মেলার মাধ্যমে দর্শনার্থীরা মাশরুম চাষ পদ্ধতি ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এতে খুলনা অঞ্চলে মাশরুম চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে বিশেষ করে নারীদের সাবলম্বী করতে ও দারিদ্র্য

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

## পুষ্টি কর্নার : জামরুল

জামরুল একটি ক্যারোটিন ও ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম জামরুলে জলীয় অংশ ৮৯.১ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ১.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৮.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১৪১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। জামরুল বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা নিবারণে উপকারী। দেশে জামরুলের সাদা ও মেরুন বর্ণের ফল জন্মে থাকে। চাষাবাদের জন্য উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে রয়েছে বারি জামরুল-১, বারি জামরুল-২ ও বাউজামরুল-১, বাউজামরুল-২, বাউজামরুল-৩। বাংলাদেশের সর্বত্র জামরুল উৎপাদন হয়। মূলত ফল হিসেবেই জামরুল ব্যবহৃত হয়। ইদানীং রঙিন জামরুল দিয়ে কেউ কেউ জ্যাম, জেলি তৈরি করছেন।

*সংকলন-কৃষি ডায়েরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস*

## পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিকভাবে আঙ্গুর চাষে নতুন সম্ভাবনা
## কৃষি অর্থনীতিতে এক নতুন মাইলফলক

পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের প্রধানপাড়া গ্রামের মনিরুজ্জামান সুমনের বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে হরেক রকমের আঙুর

সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড়ে গত দুই যুগ ধরে বালু পাথরের রাজ্যে সমতলের চা পরিচিতি পেয়েছে দেশজুড়ে। পঞ্চগড়সহ উত্তরের পাঁচ জেলার সমতলের চা এখন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা অঞ্চল। এবার পরীক্ষামূলক ও বাণিজ্যিকভাবে আঙ্গুর চাষ করে সফলতার মুখ দেখছেন স্থানীয় কৃষকরা। বিশেষ করে পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের তালমা এলাকাসহ জেলার কয়েকটি স্থানে গড়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন আঙুর বাগান। এসব বাগান দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। স্থানীয় কৃষকদের উদ্যোগ ও কৃষি বিভাগের পরামর্শে বিদেশি জাতের আঙুর চাষে ইতোমধ্যে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা। সবুজ পাতার ফাঁকে ঝুলে থাকা থোকা থোকা আঙুর দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করছেন। অনেকে আবার বাড়ির ছাদ এবং আঙিনাতেও আঙ্গুর চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের প্রধানপাড়া গ্রামের মনিরুজ্জামান সুমন অনেকটা শখের বসে শুরুতে অল্প কিছু আঙ্গুর গাছ রোপণ করেছিলেন। পরে তিনি দেখতে পান এই এলাকার মাটি ও আবহাওয়া আঙ্গুর চাষের জন্য বেশ উপযোগি। অভিজ্ঞতা থেকেই এখন বাণিজ্যিকভাবে আঙুর চাষ শুরু করেছেন তিনি। ৫০ শতক জমিতে বাণিজ্যিকভাবে লাগানো গাছগুলোর বয়স ১১ মাস হলেও ইতোমধ্যে ভালো ফলন এসেছে। বাজারে আঙুরের চাহিদা বেশি থাকায় লাভের সম্ভাবনাও ভালো বলে আশা করছেন। আরেক কৃষক আব্দুর রফিক বলেন, আগে ভাবতাম আঙুর শুধু বিদেশেই হয়। এখন নিজের জমিতে আঙুর ফলাতে পেরে খুব ভালো লাগছে। যদি সরকারি সহযোগিতা বাড়ে তাহলে আরও বড় পরিসরে চাষ করা সম্ভব হবে।

এদিকে নিজ বাড়ির ছাদে আঙ্গুর চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কলেজছাত্র ও কৃষি উদ্যোক্তা আল ফারুক সবুজ। পঞ্চগড় পৌর এলাকার রাজনগর মহল্লার এই তরুণ উদ্যোক্তা সবুজ তার প্রতিবেশি চাচা মতিয়ার রহমানের তিন তলার বাড়ির ছাদে ১৮-২০ জাতের ৩৬টি চারা রোপন করেছেন। প্রশিক্ষণ বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে গড়ে তুলেছেন এই বাগান। সবুজ জানান, প্রথমে আমি আমার নিজ বাড়িতে একটি আঙ্গুরের চারা রোপণ করি। কিন্তু গাছে প্রচুর ফল আসার পর দেখি আঙুর টক। পরে এ নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটির পর বাগান আকারে আঙ্গুর চাষ করার পরিকল্পনা করি। প্রথমবারেই সাফল্য পাই। আমার স্বপ্ন এই অর্গানিক আঙুর জেলাজুড়ে ছড়িয়ে দেয়া।

পঞ্চগড় সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আসাদুন্নবী বলেন, আঙুর চাষ নিয়েও আমরা কৃষকদের নিয়মিত উৎসাহিত করছি। আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে এ জেলায় বাণিজ্যিকভাবে আঙুর চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন কৃষক সফলতার মুখ দেখেছেন।

-ইমরান খান, কৃতসা, ঢাকা

# পাবনা সদরে ৮০০০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পাবনা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তামারা তাসবিহা

পাবনা সদর উপজেলায় ৮০০০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল ২০২৬ আউশ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এ কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পাবনা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তামারা তাসবিহা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পাবনা সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জাকিরুল ইসলাম। এ সময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# সুনামগঞ্জে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাননীয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

মনে করেন, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে কৃষকের অবস্থান শক্তিশালী হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

মাননীয় মন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে যাতে কৃষকদের এমন সমস্যায় পড়তে না হয়, সে জন্য কার্যকর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কম সময়ে পরিপক্ব হয় এমন ধানের উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া ডিজেলচালিত কৃষিযন্ত্রগুলো ধীরে ধীরে সৌরশক্তিতে রূপান্তরের পরিকল্পনাও রয়েছে। বজ্রপাতের ঝুঁকি কমাতে হাওরাঞ্চলে গাছপালা রোপণ এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। ধান শুকানোর সমস্যার সমাধানে হাওরে উঁচু পাকা মাচা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যার পাশের খননকৃত জলাশয়ে মাছের আবাসস্থল তৈরি করা হবে। সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, হাওরাঞ্চলের কৃষকদের টেকসই সুরক্ষা দিতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিভাগীয় কমিশনার জনাব আশরাফুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সুনামগঞ্জের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সমর কুমার পালের সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পদমর্যাদার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব এবি এম আবদুস সাত্তার; সংসদ সদস্য কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন, সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নুরুল, সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান কামরুল, বিএনপি নেতা আকবর আলী বক্তব্য দেন।

পরে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি অতিবৃষ্টিপাতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় সুনামগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ জন কৃষকের হাতে সরকারি সহায়তা তুলে দেন। সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মতিউর রহমান খান জানান, টানা তিন মাস ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা সরকারের এই অর্থ এবং চাল সহায়তা পাবেন।

-মো: জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

# উত্তরের কৃষিকে অনুসরণ করতে হবে কক্সবাজারে খাল খনন করে বললেন এমপি কাজল

কক্সবাজারে খাল খনন কর্মসূচি লুৎফুর রহমান কাজল এমপি মহোদয় উদ্বোধন করেন

আগামী পাঁচ বছরে দেশজুড়ে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী-নালা-খাল ও জলাধার খনন ও পুনঃখনন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৫৪টি জেলায় চলবে এই কর্মসূচি।

তারই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজারের সদর উপজেলার ঝিলংজা ও পি এম খালী ইউনিয়নের পাতলী শাখা খাল ২ কিলোমিটার পুনঃখননের কাজ উদ্বোধন করলেন কক্সবাজার-৩ (সদর, রামু, ঈদগাঁও) আসনের সংসদ সদস্য লুৎফুর রহমান কাজল। ০৯ মে শনিবার সকাল ১১টায় এই কমসূর্চির উদ্বোধন করেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেছেন, অবৈধভাবে দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলো পুরনো চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। পানির প্রবাহ কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। পানি নামতে না পারলে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে করে শত শত হেক্টর কৃষি জমি, মাছের ঘের, লবণ মাঠসহ পানিতে ডুবে যায়। ক্ষতির সম্মুখীন হয় প্রান্তিক চাষিরা।

তিনি আরও বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি কাজ এবং মাছ উৎপাদনে খালের গুরুত্ব বিবেচনা করেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই খাল খনন ও পুনঃখননের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। পানি ছাড়া চাষাবাদ, মাছ চাষ, পশু পাখি পালন কখনো সম্ভব না। আর এই পানিকে সঠিক সময়ে ব্যবহারের উপযুক্ত করার জন্যে পানির সুন্দর বণ্টন ও চলাচলের ব্যবস্থা করতেই বরাট হওয়া খাল খনন জরুরি। তা না করলে অতিবৃষ্টিতে বন্যায় পানি জমে থেকে সব শেষ হবে আর শীত মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদ করা যাবেনা। সকল খাল ধারাবাহিকভাবে খনন করে দিবো। কৃষক ভাইদের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে "উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের অনুসরণ করে আপনাদের চাষাবাদ করতে হবে"।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, দীর্ঘ দিন ধরে ভরাট হয়ে থাকা এই খালটি পুনঃখননের ফলে পিএমখালীসহ আশেপাশের গ্রামগুলোর জলাবদ্ধতা দূর হবে এবং স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সরকারের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

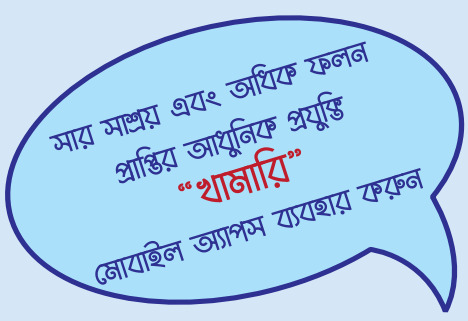

# মেলা শুধু দেখার নয়, শেখারও- প্রশাসক, বিসিসি

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান বলেছেন, মেলা শুধু দেখার জিনিস নয়। শেখারও আছে অনেক। আর সেটা যদি কৃষি মেলা হয়, তাহলে এর গুরুত্ব আরো বেশি। কেননা, সেখানে প্রদর্শিত পণ্য, ফসলের জাত এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে দর্শনার্থীরা বিস্তারিত জানতে পারেন। এগুলো মাঠে প্রয়োগ করলে উৎপাদন বাড়ে আশানুরূপ। তিনি ৪ মে নগরীর খামারবাড়িতে কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা সবুজ ও সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চাই; যেখানে থাকবে শস্যভাণ্ডারে ভরপুর। তা অবশ্যই কৃষিবিদ এবং কৃষকের মেধা- শ্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে। চাষিরা রোদে পুড়েন, বৃষ্টিতে ভেজেন, ওই মাঠে খান, ওখানেই ঘুমান, তাইতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। এর মধ্যে কৃষক কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফ এবং খাল খনন কর্মসূচি অন্যতম। এ সরকার কৃষকের পাশে আছে। পরে তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং কৃষাণ- কিষাণীদের হাতে ফলের গাছের চারা বিতরণ করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মাদ আশিক ইকবাল খান, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার শেখ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন প্রমুখ। ডিএই আয়োজিত তিন দিনের এই মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সৌজন্যে মেলার কৃষি-বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। মেলায় ১২টি স্টল স্থান পায়। এখানে প্রদর্শিত পণ্য দেখে দর্শকের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ৭ মে মেলা শেষ হবে।

বরিশালে কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলা উদ্বোধন করেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান

-নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

# সার্ক শক্তিশালী হলেই, শক্তিশালী হবে দক্ষিণ ...

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব (সার্ক ও বিমসটেক) রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিম বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাস্তবভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সহযোগিতা বাড়ানো জরুরি। তিনি টেকসই কৃষি উন্নয়নে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক (এআরডি ও এসডিএফ) তানভীর আহমেদ তরফদার বলেন, সার্ক দেশগুলো কৃষিতে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে টেকসই ফল পেতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারত্ব আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের পরিচালক ড. মো. হারুনুর রশীদ, সার্ক কৃষি কেন্দ্রের কৌশলগত অগ্রাধিকার তুলে ধরেন এবং অভিন্ন কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি টেকসই কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে উদ্ভাবন, জলবায়ু সহনশীলতা এবং বিনিয়োগ অংশীদারত্বের ওপর জোর দেন।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত কর্মপর্বে বিনিয়োগকারী, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। বিভিন্ন প্রস্তাবনা, বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং আঞ্চলিক কৃষি অগ্রাধিকারের ওপর আলোচনা হয়।

-মো. আবুল বাশার, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার

# খুলনায় তিন দিনব্যাপী মাশরুম মেলার উদ্বোধন

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামার বাড়ির হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক ড. মো. হজরত আলী। দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের পরিচালক ড. মোছা. আক্তার জাহান কাঁকন। অনুষ্ঠানে জেলা জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সভাপতি মোল্যা কবীর হোসেন, মাশরুম উদ্যোক্তা মো. আনোয়ার হোসেন ও মো. আক্কাস আলী বক্তব্য রাখেন। শহীদ হাদিস পার্কে আয়োজিত এই মেলায় খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা উদ্যোক্তারা অংশ নেন। মেলায় স্টল সংখ্যা ছিল ২২টি। এখানে ছিল তাজা মাশরুমের পাশাপাশি মাশরুম দিয়ে তৈরি নানা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও প্রসাধনী।

মেলার উদ্বোধন করেন খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু

খুলনা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বিতান কুমার মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম।

মাশরুম চাষ বিষয়ক কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও

-মো: আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

# কৃষকের উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উন্নতি হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি কৃষকবান্ধব দল। বিএনপি যখনই সরকার গঠন করেছে কৃষকের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। নিরীক্ষা শেষে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে এটি ছড়িয়ে দেয়া হবে। হাওরাঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ জাত বিতরণ করা হবে।

হাওরাঞ্চলের কৃষকদের নিকট প্রণোদনা বিতরণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সারা দেশে খাল খনন করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রথম কৃষকের ঋণ মওকুফ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কৃষক কার্ড চালু করেছেন।

মন্ত্রী হাওরাঞ্চলের কৃষি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তার বক্তব্যে বলেন, হাওরে স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে চাষযোগ্য ধানের জাত উৎপাদনে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে। তারা ইতোমধ্যে একটি জাত উদ্ভাবনও করেছে যেটি ৯০ দিনে চাষ সম্ভব। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দেশের কৃষি সেচে জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারের সোলার সেচপাম্প পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশের সকল হাওরে সোলার সেচ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হবে। এতে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমবে।

পরে মাননীয় মন্ত্রী নিহত কৃষক আহাদ মিয়ার পরিবারের হাতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদানকৃত দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

**-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়**

# নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সবাইকে কাজ করতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে বিশদভাবে কাজ করতে হবে। সার পরিবেশ, জমি ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। সারের অতিব্যবহার থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষি সেচ সম্পূর্ণভাবে সোলারের আওতায় আনা হচ্ছে। চলতি বছরে যতটুকু সম্ভব সোলারের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সিজিআইএআর পরামর্শক কমিটির চেয়ারপার্সন ড. মোঃ আবদুছ ছালাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, সিজিআইএআর প্রতিষ্ঠান আইআর-আরই, সিআইএমএমওয়াইটি, আইএফপিআরআই, সিআইপি এবং আইডাব্লিওএম আই এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

**জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার**

*কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন*
***১৬১২৩** নম্বরে*
*সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত*
*(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)*

# নাটোরে মাশরুম চাষবিষয়ক মাঠ দিবস

গত ২৭ এপ্রিল, ২৬ (সোমবার) নাটোরে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় নাটোর সদর উপজেলার লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়িয়া নতুন বাজার এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে নাটোর সদর, নাটোরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মোঃ হারিজ উদ্দিন দেওয়ান, সমাজসেবক, কাঁঠালবাড়িয়া, নতুন বাজার, নাটোরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ নীলিমা জাহান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর সদর, নাটোর।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল ইসলাম খান, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, মাশরুম পুষ্টিগুণ ও ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। মাশরুম চাষ বাড়ালে বাড়বে পুষ্টি, কমবে দারিদ্র্য। মাশরুম খেতে সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি এটি শরীরের জন্য ও বেশ উপকারী। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কম ক্যালোরি ছাড়া ও এটি অনেক পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। সালাদ, স্যুপ, সবজি এমনকি স্ন্যাকস হিসেবে এটি খাওয়া যায়। মাশরুম টিউমার নিরাময় করে, উচ্চ রক্ত চাপ কমায় এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশে মাশরুম উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বেকারত্ব আমাদের একটি বড় সমস্যা। মাশরুম চাষের মাধ্যমে অনেক তরুণ-তরুণী স্বাবলম্বী হতে পারছেন। এটি শুধু আয় বাড়ায় না, বরং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতেও সহায়তা করে। আসুন চাষের জন্য স্থান নির্বাচন ও গুরুত্ব, পুষ্টিগুণ, ঔষধি গুণাগুণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শামীম ইকবাল, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ রাকিবুল হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ শামসুল নাহার ভূঁইয়া, অতিরিক্ত উপপরিচালক উদ্যান (পিপি) কৃষিবিদ কল্যান প্রসাদ পাল, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ লুৎফন নাহার, উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষিবিদ কে এম রাফিউল ইসলাম, গুরুদাসপুর, নাটোর, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, নাটোর, উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান, মাশরুম উদ্যোক্তা শহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিক, কৃষাণ-কৃষাণীসহ প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

**-মোছাঃ সুমনা আক্তারী, কৃতসা, রাজশাহী**

## কৃষিকে স্মার্ট, দক্ষ ও টেকসই খাতে রূপান্তর করা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে কৃষকদের এসব ফসল দক্ষতার সঙ্গে চাষাবাদের জন্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।'

২৯ এপ্রিল (বুধবার) সংসদে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রমের সভাপতিত্বে নেত্রকোনা-৫ আসনের বিরোধীদলীয় (জামায়াতে ইসলামী) সদস্য মাছুম মোস্তফার উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী জানান, উৎপাদন খরচ কমানো এবং কৃষকের আয় বাড়াতে সরকার ডাটানির্ভর আধুনিক 'প্রিসিশন এগ্রিকালচার' চালু করেছে। রিমোট সেন্সিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন এবং ন্যানোটেকনোলজির মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিকে স্মার্ট, দক্ষ ও টেকসই খাতে রূপান্তর করা হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, বৈশাখের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী ১১টি উপজেলায় 'কৃষক কার্ডের প্রাক-পরীক্ষামূলক কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। কার্ডে অন্তর্ভুক্ত ১০টি সেবার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

পার্টনার প্রজেক্টের আওতায় কৃষি উপকরণ, পরামর্শ সেবা, সংগ্রহ কেন্দ্র এবং বিপণন সুবিধা প্রদানের জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস হাব স্থাপন করা হবে বলেও জানান তিনি।

আমিন উর রশিদ আরও জানান, ২৫ সদস্যবিশিষ্ট 'ফার্মার বিজনেস স্কুল' গঠন করা হচ্ছে; যেখানে কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবেন।

তিনি বলেন, 'স্মার্ট এগ্রিকালচার মার্কেট' নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে। এটি কৃষক, পাইকার, খুচরা বিক্রেতা, উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের সরাসরি সংযুক্ত করবে এবং স্বচ্ছতা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে।

মাননীয় মন্ত্রী আরও জানান, কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে বিএডিসির অধীনে চুক্তিভিত্তিক চাষিদের উৎপাদিত বীজের মূল্য স্থানীয় বাজারদর ও উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হচ্ছে। -বাসস

## শতভাগ সেচপাম্প সোলারের আওতায় আনা হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেষ্টা করবে। সেচ পাম্প সোলারে চললে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় হবে। এতে দেশের অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে কৃষক কার্ড বিতরণ করেছে। কৃষক কার্ড চালুর উদ্দেশ্য, চাহিদামাফিক ফসল উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। কৃষক কার্ডের মাধ্যমে সারা দেশের কৃষি একটি ডাটাবেজের আওতায় আসবে। চাহিদার বাইরে কোন ফসল উৎপাদন হবে না। কৃষক অনলাইন থেকে জেনে যাবেন কোন জমিতে কী ফসল, কত পরিমাণে চাষ করতে পারবেন। তাহলে বাড়তি ফসলও উৎপাদন হবে না। ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকও পথে বসবে না বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন।

মাননীয় মন্ত্রী ভিক্টোরিয়া কলেজের বিতার্কিক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীর বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলে। গণতন্ত্র চর্চায় যুক্তির বিকল্প নেই। একটি যুক্তিনির্ভর সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে। এর আগে মন্ত্রী বিতর্কপ্রতিযোগিতায় জয়ী বিতার্কিকদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার


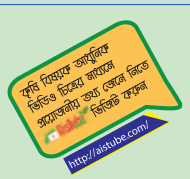

AisTube
'এআইএস টিউব'


## ধামরাইয়ে জমির আইলে মরিচ চাষে বাড়তি আয়

বিভিন্ন ফসলের পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমির আইলে মরিচ চাষ করে সফলতা পেয়েছেন ধামরাইয়ের কৃষক আলী আজম। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগীতায় প্রণোদনার মাধ্যমে তিনি প্রথম আইলে মরিচ চাষের বিষয়ে আগ্রহী হন। তিনি দুই একর জমির চারপাশের আইলে মরিচ চাষ করেছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ৪ হাজার টাকার এবং মৌসুম শেষে আরও ২৫০০০ হাজার টাকার মরিচ বিক্রি করতে পারবে বলে জানিয়েছেন। তার এই চাষাবাদ দেখে গ্রামের অন্যান্য কৃষকেরাও আইলে মরিচ সহ অন্যান্য সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার মো: আরিফুর রহমান বলেন আমরা পুরো ধামরাইতে কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে কাজ করছি। আলী আজমের মতো কৃষকরা উদ্যোক্তা হয়ে কাজ করেছেন যা পুরো ধামরাইয়ে ছড়িয়ে পড়বে। নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছেন। নতুন প্রযুক্তির প্রতি কৃষকদের আগ্রহ তৈরী করতে কাজ করছেন। ধামরাই উপজেলা ঢাকার খুবই কাছে। কৃষকদের এই পার্টনার প্রকল্পের আওতায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ধানের জমির আইলে মরিচসহ বিভিন্ন উচ্চফলনশীল সবজি চাষ করলে কৃষকেরা অতিরিক্ত আয় করতে পারবে। ফলে পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব। এতে একদিকে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় অপরদিকে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা সহায়তা করবো। কৃষক ও বেকার যুবকেরা এমন কাজে আগ্রহী হতে পারেন। এ বিষয়ে কৃষি অফিস থেকে সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

আইলে মরিচ চাষ পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আরিফুর রহমান

-কামরুন্নাহার (কাঁকন), কৃতসা, ঢাকা

## পাবনা সদরে ৮০০০ জন কৃষকের মাঝে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

(বিএনপি) পাবনা সদরের সাবেক সভাপতি এ কে এম মূসা। বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ সাহাবুর রহমান; সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হালিম ও উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ রবিউল আলম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কৃষকদের উৎসাহিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে বিনামূল্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার ও আউশ ধানের বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। আপনারা এই বীজ এবং সার দিয়ে মাঠে ফসল উৎপাদন করবেন। অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আউশ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবনা সদর উপজেলার দশটি ইউনিয়নের মোট ৮০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে এ বীজ ও সার প্রদান করা হয়। এ সময় প্রতিজন চাষিকে ৫ কেজি ব্রি ধান ৯৮ জাতের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ এমওপি সার প্রদান করা হয়।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি তথ্য বার্তা

৫০তম বর্ষ ❑ ১ম সংখ্যা
❑ বৈশাখ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ; এপ্রিল-মে, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

# সুনামগঞ্জে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান

সুনামগঞ্জে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কৃষকের হাতে সরকারি সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন- কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত করচার হাওরের কৃষকদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সহায়তা উদ্বোধন করা হয়েছে। তিন মাসব্যাপী মানবিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ৫ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সুনামগঞ্জ জেলার চলতি বোরো মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ ও ধান কর্তনের অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন- সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা দুর্নীতিমুক্ত ও নির্ভুলভাবে তৈরি করা হবে। হাওরাঞ্চল নিয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কিছু কাজ নিয়ে যে অভিযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। গবেষণার ভিত্তিতে এমন কার্যক্রম নেওয়া হবে, যা এই অঞ্চলের মানুষের কাজে আসবে। অনুষ্ঠানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেন, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা পায় সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কাজ করতে হবে। আগামী দিনগুলোতে যাতে এমন সমস্যা না হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করবে সরকার। তিনি এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

# সার্ক শক্তিশালী হলেই, শক্তিশালী হবে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি : নজরুল ইসলাম খান

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, সার্ককে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। তিনি বলেন, কৃষি এ অঞ্চলের অর্থনীতির মূলভিত্তি এবং এর টেকসই উন্নয়নে আধুনিকায়নের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। বর্তমানে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের সকল দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারই অংশ হিসাবে সার্কের কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল ২০২৬) ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস অ্যান্ড ইনভেস্টরস' সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

# নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সবাইকে কাজ করতে হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সবাইকে কাজ করতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী গত ১৭ মে ২০২৬ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে সিজিআইএআর এর পরামর্শক কমিটির ১০ম সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা জরুরি। খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিজাতকরণসহ সকল পর্যায়ে নজর রাখতে হবে। খাদ্যের মধ্যে হেভি মেটাল (ভারী ধাতু) থাকবে না এটা আমরা চাই।

মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের হাব হতে পারে। এদেশের আবহাওয়া ও মাটি খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভালো। আমরা কৃষিকে রপ্তানীমূখী করতে পারি, সে সম্ভাবনা আমাদের আছে। কৃষি রপ্তানী পণ্য না হওয়া পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি স্থির হবে না বলে মন্ত্রী যোগ করেন। তিনি বলেন, কিভাবে সারের ব্যবহার কমানো যায় সে এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অ.দা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd